দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 23 FEB 1989
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৫

014

পরীক্ষক নিয়োগ ও মিথ্যাচারিতার ছাড়পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকগণ ফরমান জারি করেছেন : 'যে বৎসর শিক্ষকের ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে' সেই বৎসর সেই শিক্ষক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না এবং যাঁরা গৃহশিক্ষকতা করেন তাঁরাও পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পাবেন না। আর্থিক বিনিময় ছাড়া শিক্ষকতাকে (যার নজির লেখক নিজেই) গৃহশিক্ষকতা বলা হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমন ঘোষণা কেমন ফলদান করবে জানিনে তবে এতে এটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে যে, দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত যতো অকাম-কুকাম সব কিছুর জন্যে প্রধানতঃ শিক্ষক সমাজ যেন দায়ী। যে দেশের কম শিক্ষিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে শিক্ষিত সমাজের নাকের ডগায় ছড়ি ঘোরান সেই দেশের শিক্ষকসমাজ এমন গ্লানিকর নির্দেশনামা পাবেন এতে আমরা অনেকেই বিস্মিত হইনি। আরো, এই নির্দেশনামায় 'অঙ্গীকার প্রদান' করতে বলা হয়েছে, 'তাহারা (তা-এর ওপরে চন্দ্রবিন্দু নেই) গৃহশিক্ষকতা করেন নাই।' অঙ্গীকার ভংগ করা হইলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (যথা চাকুরী হইতে অপসারন (বানান ভুল) নেওয়া হইবে।' পূর্ব সতর্কীকরণ ছাড়া এমন নির্দেশদান কর্তৃপক্ষ বে-আইনী ভাবেন না, এর জন্যে শিক্ষক সমাজকে অনেক ভুগতে হয়-ভুগতে হয়েছে। আমরা আইনের আশ্রয় নিতে লজ্জাবোধ করি নইলে এমন সব 'ঘোষণা' কবে মুখ থুবড়ে পড়তো--'অপসারণ', শিক্ষকদের না হয়ে নির্দেশদাতাদের হতো।

আমি সব দিক বিবেচনা করে গৃহ শিক্ষকতা সমর্থন করি। কিন্তু এর সমর্থনে মিহির বাবু (প্রধান শিক্ষক, বানরীপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বরিশাল ও জনাব মুজিবুর রহমানের (চিঠিপত্র : সংবাদ : সোমবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৯৫) শিক্ষকের যোগ্যতার সঙ্গে গৃহশিক্ষকতার যোগ্যতাকে একই দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ করে আপত্তিকর মন্তব্য পরিবেশন করেছেন। মিহির বাবু (ইত্তেফাক) লিখেছেন, 'যাঁহারা টিউশনি' (শব্দটি অভিধানে পাওয়া যায়নি) করেন না, তাঁহারা হয় বিত্তশালী, নয় বয়োবৃদ্ধ বা 'টিউশনি' করিবার মত যোগ্যতা নাই। কাজেই টিউশনি করেন না এই ধরনের শিক্ষকদের দ্বারা এস, এস, সি পরীক্ষা পরিচালনা কতখানি সম্ভব তাঁহা বিবেচ্য।' মুজিবুর সাহেব বলেছেন, 'কিছু সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন যাদেরকে ছাত্র-ছাত্রী ও পিতামাতারা অযোগ্য বলে মনে করেন। তারা ইচ্ছে করলেও তাদেরকে কেউ গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন না।'

গৃহশিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থেকে যাঁরা সমাজচিত্র দেখতে পাননা তাঁরাই পারেন এমন একপেশে ও উদ্ভট তথ্য পরিবেশন করতে। অথচ, আমরা দেখি, স্কুল-কলেজের অনেক পৈতৃকসূত্রে বিত্তবান শিক্ষক শুধু স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী নয়, চাল-ডাল বেপারীদের প্রাথমিক স্কুলের সন্তানদের পড়িয়ে আরো বিত্তবান হয়ে ওঠেন, পরীক্ষার হলে বিশেষ সুবিধার নিশ্চয়তা দিয়ে অথবা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভিড়িয়ে থাকেন, হলে সাপ্লাইয়ের ব্যবসার গ্যারান্টি দিয়ে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান 'না পড়িয়েও টিউশন ফি' নিয়ে থাকেন। মিহিরবাবুরা জানেন না, শিক্ষকতার যোগ্যতা থাকলেও অনেক 'দরিদ্র' ও পাঠদানে সক্ষম শিক্ষক অনেক কারণেই গৃহশিক্ষকতার (অর্থের বিনিময়ে) 'মানসিকতা ধারণ করেন না। অথচ, দেখি অনেক শিক্ষক 'এ্যাপারমেন' পান 'জয়েন্ট'ও করেছে বলেন, যোগ্যতার সাথে 'টিচারী' করেন, মিহির বাবুদের মতো টিউশনি (?) করেন। মিহির বাবু শিক্ষক নিয়োগের সময় গৃহশিক্ষকতার যোগ্যতা দেখেন না, দশ-বারো বছর শ্রেণী কক্ষে পাঠদানের সময় অযোগ্য ঘোষণা করেন না—যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বেছে নেন গৃহশিক্ষকতা।

আমি দশ-বারো বছরে গৃহশিক্ষকতা (নিজের গৃহে) করে দশ বারো শ' টাকাও রোজগার করতে পারিনি। কারণ, দরিদ্র ভালছাত্র যদি কিছু জানতে আসে আমি অর্থ বিনিময় করিনা। বেশীসংখ্যক ছাত্র এমনকি অভিভাবক আসে প্রস্তাব নিয়ে: স্যার, প্র্যাকটিক্যালে ভালো নম্বর পেলে স্যার, হলে একটু নজর দিলে তিন মাস পড়বো স্যার। এসব পারিনা। গৃহশিক্ষকতার ক্ষেত্রে শুধু যোগ্যতা নয়, মানসিকতার প্রশ্নও জড়িত।

আমি জানি, অনেকে যোগ্যতার সাথে গৃহশিক্ষকতা করেও 'গৃহশিক্ষকতা করেন না' এমন অংগীকার প্রদান করবেন। আমি গৃহ শিক্ষকতা করিনা, আমার অঙ্গীকারপত্র ঐসব মিথ্যাবাদীদের কাতারে মিশে যাবে বলে লজ্জায় আমি অঙ্গীকারপত্র ছাড়াই পরীক্ষক হবার আবেদনপত্র কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছি। আরও একটি কারণে আমি অঙ্গীকারপত্রে সই করিনি, সে হচ্ছে: শিক্ষামন্ত্রণালয় বর্ণিত 'নিকট আত্মীয়' বুঝতে পারিনি। আমি আমার 'পৃথিবী আমার ঘর' কাব্যগ্রন্থে পৃথিবীর সব মানুষের বিশেষ করে নিপীড়িত মানুষকে আত্মীয় হিসেবে গ্রহণ করেছি। এলাসিনের মতিলাল মুচির কোন পোলা-ম্যায়া যদি পরীক্ষা দেয়-আমি জানতে পারবোনা। তাছাড়া, পরীক্ষার্থী অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের তালিকাও আমার কাছে নেই।

আমরা জানি, তৃতীয় শ্রেণী-প্রাপ্ত শিক্ষক প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক হতে পারেন, প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত শিক্ষক সব সময় প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক নাও হতে পারেন যদিনা পাঠদান একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়। যেকোন বিষয়ই শ্রেণী কক্ষে পড়ানো হোক, শিক্ষকের একটি দায়িত্ব থাকা উচিত ছাত্রছাত্রীদের সমাজসচেতন করে তোলার। শিক্ষকের যোগ্যতা সার্টিফিকেট নয় শুধু, বিবিধ বিষয় ধারণা থাকাও। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ) সরকারীকরণ করা হলে অনেক শিক্ষকের চাকুরী কাল অর্ধেক ধরা হয়--কোন অপরাধে। যদি তাই করা হয় অবসর গ্রহণের বয়স সেই অনুপাতে বাড়ানো হয় না কেনো? এসব প্রশ্নের জবাব শিক্ষামন্ত্রণালয় দিতে পারবে না। ওনারা 'অপসারণ' পারেন। 'বোর্ডের অকাম ও কুকাম'-এর জন্যে ক'জন অপসারিত হয়? পাঠ্যপুস্তকে ভুল, প্রশ্নপত্রে ভুল, সর্বস্তরে দুর্নীতি---ক'জন অপসারিত হয়।

অবৈধ অংগীকার না থাকলে গৃহশিক্ষকতা এমন কোন বাধা নয়, যার জন্যে পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালন করা যাবে না। অন্যত্র ওষুধ লাগানো প্রয়োজন। কথা হয়, পরীক্ষার হলে যারা নকল ধরবে না, বহিষ্কার করার কারণ থাকতেও যে ইনভিজিলেটর নকল ধরে 'এক্সপেল্ড' করবে না--তাকে শো-কজ করা হবে। আমি কোন দিন এমন ন্যায়নিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে পারিনি। অনেকে পারেন। তবে তারা, প্রধানের প্রিয়পাত্রকে পারেননা, কোন শিক্ষকের আত্মীয়কে পারেন না, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের পারেন না। শুধু পারেন--সমাজের হরিপদ রহিমদ্দিদের পোলাপানদের বেলায়।

আমি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এমন আপত্তিকর ও অযৌক্তিক নির্দেশ সম্বলিত পত্র বা নির্দেশনামা প্রত্যাহার করে নেবার অনুরোধ জানাই। মিথ্যাচারের ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাই।

জে, এইচ মোল্লা
জীববিজ্ঞান বিভাগ
টঙ্গী কলেজ, টঙ্গী,
গাজীপুর।